দানিয়েলের বই - সংখ্যা ছত্রিশ

নেবুচাদনেজারের ভবিষ্যদ্বাণীমূলক প্রতীকবাদ: মিলারাইট আন্দোলনের ঐতিহাসিক মাইলফলকসমূহের এবং উলাই নদীর মোহরবদ্ধ দর্শনের উন্মোচন

Jeff Pippenger
2023-12-31

দানিয়েলের প্রথম অধ্যায় ১১ আগস্ট, ১৮৪০ থেকে ২২ অক্টোবর, ১৮৪৪ পর্যন্ত প্রথম ও দ্বিতীয় স্বর্গদূতদের ইতিহাস উপস্থাপন করে। দানিয়েলের চতুর্থ অধ্যায়ও খ্রিস্টপূর্ব ৭২৩ সাল থেকে ২২ অক্টোবর, ১৮৪৪ পর্যন্ত প্রথম ও দ্বিতীয় স্বর্গদূতদের ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করে। অবশ্যই, 'line upon line' নামক শেষ বৃষ্টির পদ্ধতি ছাড়া এটি বোঝা অসম্ভব।

চতুর্থ অধ্যায়ে নেবুখদ্নেজার একটি অত্যন্ত জটিল ভবিষ্যদ্বাণীমূলক প্রতীক। উইলিয়াম মিলারের ইতিহাসে উলাই নদীর দর্শনের উন্মোচন বিবেচনা করতে আমরা যখন শুরু করি, তখন তিনি কী প্রতিনিধিত্ব করেন তা নিজেদের মনে করিয়ে দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ। নেবুখদ্নেজারের দ্বিতীয় স্বপ্ন, উইলিয়াম মিলারের দ্বিতীয় স্বপ্নের মতোই, লেবীয় পুস্তকের ছাব্বিশ অধ্যায়ের "সাত কাল"কে প্রতিনিধিত্ব করেছিল, যা দানিয়েলের পুস্তকের সমগ্রটিকে একসূত্রে গেঁথে দেওয়া ভবিষ্যদ্বাণীমূলক সুতো। চতুর্থ অধ্যায়ের নেবুখদ্নেজারের স্বপ্নের ব্যাখ্যা যখন দানিয়েল দিয়েছিলেন, তিনি আসন্ন বিচারের বিষয়ে তাকে সতর্ক করেছিলেন, এবং এর মাধ্যমে তিনি ১৭৯৮ সালে "সমাপ্তির সময়"-এ ইতিহাসে আগত প্রথম স্বর্গদূতের বার্তাকে প্রতীকায়িত করেছিলেন।

নেবুখদ্নেজরকে যে আসন্ন বিচারের বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছিল, সেই বিচার যখন এসে পৌঁছাল, তখন সেই আগমন ২২ অক্টোবর, ১৮৪৪-কে প্রতীকায়িত করল—যেদিন অনুসন্ধানমূলক বিচার শুরু হয়। চতুর্থ অধ্যায়ে, দানিয়েলের দেওয়া সতর্কবার্তাও এবং সেই সতর্কবার্তার সঙ্গে সম্পর্কিত বিচারের আগমনও—উভয়ই "ঘণ্টা" শব্দ দ্বারা উপস্থাপিত হয়েছে। নেবুখদ্নেজরের বিচারের "ঘণ্টা" প্রথম স্বর্গদূতের বার্তায় ঈশ্বরের বিচারের "ঘণ্টা"কে প্রতিনিধিত্ব করেছিল। এটি রবিবারের আইনের "ঘণ্টা"—যখন ঈশ্বরের কার্যকরী বিচার শুরু হয়—তাকেও প্রতীকায়িত করেছিল। দানিয়েল গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ের যে অংশটি ১৭৯৮ সালে প্রথম স্বর্গদূতের বার্তার আগমন এবং ২২ অক্টোবর, ১৮৪৪-এ তৃতীয় স্বর্গদূতের আগমন—যা "ঘণ্টা" শব্দ দ্বারা প্রতীকায়িত—এসবকে উপস্থাপন করে, সেটি পরে পুনরাবৃত্ত ও বিস্তৃত করা হয়েছে। "পুনরাবৃত্তি ও বিস্তার" পদ্ধতি একটি ভবিষ্যদ্বাণীমূলক কৌশল, যা বারবার ভবিষ্যদ্বাণীতে দেখা যায়, বিশেষত দানিয়েল গ্রন্থে।

নেবুখদনেসরের ওপর যখনই বিচারের 'সময়' উপস্থিত হলো, অর্থাৎ 'সাত কাল', তখনই তার বিচার শুরু হলো; এবং উত্তরের রাজা হিসেবে তিনি তখন ৭২৩ খ্রিস্টপূর্বে ইস্রায়েলের উত্তর রাজ্যের ওপর আনা বিচারের প্রতিনিধিত্ব করলেন। তাকে পশুর হৃদয় দেওয়া হয়েছিল, আর বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণীতে 'পশু' বলতে একটি রাজ্য বোঝায়; এবং ৭২৩ খ্রিস্টপূর্ব থেকে ১৭৯৮ সাল পর্যন্ত তিনি পৌত্তলিকতার দুটি রূপের প্রতিনিধিত্ব করলেন, যা দানিয়েলের গ্রন্থে প্রায়ই আলোচিত বিষয়।

বারোশো ষাট দিন ধরে, যা বারোশো ষাট বছরের প্রতীক, তিনি পৌত্তলিক বিধ্বংসী শক্তির প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন; এরপর আরও বারোশো ষাট দিন ধরে, যা বারোশো ষাট বছরকে প্রতীকায়িত করে, তিনি পোপীয় বিধ্বংসী শক্তির প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। এই দুই বিধ্বংসী শক্তির মর্ম একই ছিল, কারণ পোপতন্ত্র তো কেবল খ্রিস্টধর্মের স্বীকারোক্তির আবরণ পরে থাকা পৌত্তলিকতাই।

"দিনসমূহের শেষে", যা দানিয়েল বারো অধ্যায়ে চিহ্নিত একটি প্রতীক এবং ১৭৯৮ সালের "শেষ সময়"কে নির্দেশ করে, সেই সময় তার রাজ্য তার কাছে পুনঃস্থাপিত হয়। দানিয়েল চার অধ্যায়ের সাক্ষ্য এবং ভবিষ্যদ্বাণীর আত্মা নির্দেশ করে যে, "দিনসমূহের শেষে" তার রাজ্য পুনঃস্থাপিত হলে তিনি একজন রূপান্তরিত ব্যক্তি ছিলেন। তখন তিনি চারটি গুরুত্বপূর্ণ সত্যের এক ভবিষ্যদ্বাণীমূলক প্রতীক হয়ে ওঠেন। তিনি পৌত্তলিকতার ড্রাগন-শক্তি (যা তার "সাত সময়"-এর প্রথম অর্ধাংশে তিনি প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন) এবং পশু-শক্তি (যা তার "সাত সময়"-এর শেষ অর্ধাংশে তিনি প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন)—এই দুইয়ের মধ্যে ভবিষ্যদ্বাণীমূলক সংযোগ হয়ে ওঠেন। সেই দুই শক্তির প্রতীক হিসেবে, ১৭৯৮ সালে পুনঃস্থাপিত রাজ্য হিসেবে দাঁড়িয়ে, তিনি তখন তৃতীয় উজাড়কারী শক্তিকে (মিথ্যা নবী) প্রতিনিধিত্ব করেন, যে শক্তির সত্তরটি প্রতীকমূলক বছর রাজত্ব করার কথা ছিল, যখন তিনি বিস্মৃত ছিলেন। বাবিলের রাজা হিসাবে, নবূখদনিসরের শেষ কালে আধুনিক বাবিল হয়ে উঠবে এমন তিনটি শক্তির মধ্যে ভবিষ্যদ্বাণীমূলক সংযোগকে প্রতিনিধিত্ব করেন, যা পরবর্তীতে বিশ্বকে আরমাগেদ্দনের দিকে নিয়ে যায়।

তিনি আরও যুক্তরাষ্ট্রের জন্মকে পৃথিবীর পশু হিসেবে উপস্থাপন করেছিলেন, যা ১৭৯৮ সালে একটি মিষেশাবকের রূপে শুরু হয়েছিল, এবং যা তার ধর্মান্তরের অভিজ্ঞতা দ্বারা প্রতীকায়িত ছিল। তিনি একই সঙ্গে পৃথিবীর ওই পশুর দুইটি শিংকেও রিপাবলিকানিজম ও প্রোটেস্ট্যান্টিজম হিসেবে উপস্থাপন করতেন, যেগুলো যুক্তরাষ্ট্রের শক্তিকে প্রতিনিধিত্ব করত, এবং সেটিই যুক্তরাষ্ট্রকে বিশ্বের সর্বাধিক অনুগ্রহপুষ্ট জাতিতে পরিণত হতে সক্ষম করেছিল। তবুও প্রতীকী সত্তর বছরের শেষে সেই দুই শিং তখন ধর্মচ্যুত রিপাবলিকানিজম ও ধর্মচ্যুত প্রোটেস্ট্যান্টিজম হিসেবে উপস্থাপিত হবে, এবং উভয় শিংই দুইটি শ্রেণিতে বিভক্ত থাকবে। রিপাবলিকানিজমের শিং গঠিত হবে ডেমোক্র্যাটিক পার্টি দ্বারা, যারা প্রকাশ্যে সংবিধানের পবিত্র নীতিগুলোকে উপেক্ষা করে, এবং রিপাবলিকান পার্টি দ্বারা, যারা সংবিধানের রক্ষক ও চ্যাম্পিয়ন হওয়ার দাবি তোলে, কিন্তু বাস্তবে সংবিধানের পবিত্র নীতিগুলোকে অস্বীকার করে এবং ঐ পবিত্র দলিলে নিহিত নীতিসমূহের ওপর রীতিনীতি ও প্রথাকে প্রাধান্য দেয়।

খ্রিষ্টের সময়ে দুই দলকে সদূকী ও ফারিসীদের মাধ্যমে প্রতীকায়িত করা হয়েছিল। সদূকী ও ফারিসীদের চেতনা ধর্মত্যাগী প্রোটেস্ট্যান্টবাদের শিঙেও প্রকাশ পাবে, যেখানে এক শ্রেণি রবিবারের উপাসনাকে সমর্থন করবে এবং অন্য শ্রেণি বিশ্রামদিনের উপাসনাকে। 'দিনগুলোর শেষে', ১৭৯৮ সালে, নবূখদ্নিজ্জরের ধর্মান্তরিত অবস্থা যুক্তরাষ্ট্রকে এবং পৃথিবী-পশুর উভয় শিঙকে যথাযথভাবে প্রতিনিধিত্ব করে। এই তিনটি প্রতীক—পৃথিবী-পশু ও তার দুটি শিঙ—মেষশাবকের মতো অবস্থা থেকে ড্রাগনের মতো অবস্থায় পরিবর্তিত হওয়ারই নিয়তি ছিল।

নবূখদনিজ্জর, তার 'সাত সময়' শেষে, এমন এক যোগসূত্রের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন যা তার বাস্তব বাবিল রাজ্যকে শেষ কালের আধুনিক বাবিলের প্রতীক হিসেবে সনাক্ত করেছিল; এই আধুনিক বাবিল ড্রাগন, পশু এবং মিথ্যা নবী নিয়ে গঠিত। তিনি আরও প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন

সেই তিনটি ভাববাদী সত্তাকে, যা দুটি শিংওয়ালা পৃথিবীর পশু দ্বারা চিত্রিত—যে পশুটি সেই সত্তর প্রতীকী বছরে, যখন টাইরের বেশ্যাকে ভুলে রাখা হয়, মেষশাবক থেকে ড্রাগনে রূপান্তরিত হয়। তা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ যে, তার বাস্তব রাজ্যই সেই রাজ্যের প্রতিরূপ, যে রাজ্য সত্তর প্রতীকী বছর রাজত্ব করে।

চতুর্থ অধ্যায়ে নেবূখদ্নেজারের প্রতীকবাদটি প্রথম অধ্যায়ের ওপর আরোপ করতে হবে। যখন সেই প্রয়োগ করা হয়, তখন তা মিলারাইট ইতিহাসের পথচিহ্নগুলোকে একত্র করে এবং সেই সময়ে উন্মোচিত উলাই নদীর দর্শনের কয়েকটি সত্যকে নিশ্চিত করে। মিলারাইট আন্দোলনের ভিত্তি ও কেন্দ্রীয় স্তম্ভ ছিল দানিয়েলের অষ্টম অধ্যায়ের ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ পদের প্রশ্ন ও তার উত্তর। প্রশ্নটি ছিল, “দৈনিক বলিদান এবং উজাড়ের অপরাধ সম্বন্ধে যে দর্শন, সেটি কতদিন স্থায়ী হবে—যাতে পবিত্রস্থান ও বাহিনী উভয়ই পদদলিত হয়?”

বাইবেলে যুক্ত হওয়া শত শত, না হলেও হাজার হাজার, শব্দের মধ্যে কেবলমাত্র যুক্ত করা "sacrifice" শব্দটিকেই ঐশী অনুপ্রেরণা পাঠ্যের অংশ নয় বলে চিহ্নিত করে। শব্দটি যথাযথভাবে অপসারণ করলে স্পষ্ট হয় যে "the daily and the transgression" দুটি পৃথক ধ্বংসাত্মক শক্তি। সিস্টার হোয়াইট স্পষ্টভাবে নির্দেশ করেছেন যে "sacrifice" শব্দটি মানবীয় প্রজ্ঞা দ্বারা যোগ করা হয়েছে এবং পাঠ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়; এবং একই অনুচ্ছেদে তিনি এটাও বলেছেন যে মিলারাইটরা "the daily"-কে পৌত্তলিকতা হিসেবে চিহ্নিত করায় সঠিক ছিলেন। তেরো নম্বর পদের প্রশ্নের ভেতরের ব্যাকরণগত পরিভাষাগুলি খ্রিস্ট সিস্টার হোয়াইটের লেখনীর মাধ্যমে সযত্নে নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন; এবং পাঠ্যসমূহ ও যুক্ত অনুপ্রাণিত নির্দেশনার দ্বারা পরিচালিত হলে, প্রশ্নটি দাঁড়ায়, "পৌত্তলিকতা ও পোপতন্ত্রের দুই ধ্বংসাত্মক শক্তি—যারা পবিত্রস্থান ও ঈশ্বরের লোক উভয়কেই পদদলিত করতে উদ্যত ছিল—সম্পর্কিত সেই দর্শন কতকাল স্থায়ী হবে?"

অতএব, যখন ১৭৯৮ সালে 'শেষ সময়'-এ নেবুখদনেজরকে স্থাপিত করা হয়, তখন তিনি এক রূপান্তরিত মানুষকে প্রতিনিধিত্ব করছেন এবং অতএব অ্যাডভেন্টিজমের কেন্দ্রীয় স্তম্ভ ও ভিত্তি যা বুঝবে সেই 'জ্ঞানীদের' প্রতিনিধিত্ব করেন। তাঁর রূপান্তর সেই 'জ্ঞানীদের' চিহ্নিত করে, যারা সেই সময় যার সীল খোলা হয়েছিল, সেই 'জ্ঞানের বৃদ্ধি' বুঝতে পারে; কিন্তু তাঁর নিজস্ব ভবিষ্যদ্বাণীমূলক প্রতীকবাদ সরাসরি সেই ইতিহাসকে চিত্রিত করে, যা এই প্রশ্নের বিষয়: 'পৌত্তলিকতা ও পোপতন্ত্রের ধ্বংসাত্মক ক্ষমতার দর্শন কতদিন স্থায়ী হবে, যে ক্ষমতা ঈশ্বরের লোকদের (host) এবং ঈশ্বরের পবিত্রস্থানকে পদদলিত করবে?' 'জ্ঞানের বৃদ্ধি' বোঝা এক 'জ্ঞানী কুমারী'-র প্রতীক হিসেবে তিনি উইলিয়াম মিলারকে প্রতিনিধিত্ব করেন, কারণ মিলার তাঁদের প্রতীক, যারা ১৭৯৮ সালে 'শেষ সময়'-এ শুরু হওয়া ইতিহাসে 'জ্ঞানী' ছিলেন।

নেবূখদ্নেজর হলো "শেষ সময়"-এর পথচিহ্নের প্রতীক, এবং প্রথম অধ্যায়ের সঙ্গে মিলিয়ে রাখলে তিনি তখন প্রথম স্বর্গদূতের আগমনকেও নির্দেশ করেন, কারণ চতুর্থ অধ্যায়ে যে "ঘণ্টায়" দানিয়েল নেবূখদ্নেজরকে সতর্কবার্তা দেন, সেটিই প্রথম স্বর্গদূতের আগমনের সময়কে চিহ্নিত করে, আর তা ছিল ১৭৯৮। যে "ঘণ্টায়" নেবূখদ্নেজরের ওপর বিচার এসে পড়েছিল, তা ২২ অক্টোবর, ১৮৪৪-এ ঈশ্বরের অনুসন্ধানমূলক বিচারের সূচনার "ঘণ্টা"কে প্রতিনিধিত্ব করছিল। চতুর্থ অধ্যায়ে নেবূখদ্নেজরের প্রতীকবাদের মাধ্যমে নির্ধারিত পথচিহ্নগুলো হলো খ্রিষ্টপূর্ব ৭২৩, ৫৩৮, ১৭৯৮ (শেষ সময়) এবং ২২ অক্টোবর, ১৮৪৪।

দানিয়েলের প্রথম অধ্যায়ে মিলারাইট ইতিহাসের পথচিহ্ন শুরু হয় যিহোয়াকীমের মাধ্যমে; তিনি সেই প্রথম বার্তার ক্ষমতাপ্রাপ্তির প্রতীক, যা ১৭৯৮ সালে "সময়ের শেষে"-এ এসে পৌঁছেছিল। যিহোয়াকীমের দ্বারা উপস্থাপিত প্রথম বার্তার ক্ষমতাপ্রাপ্তি ১১ আগস্ট, ১৮৪০-কে চিহ্নিত করে। যিহোয়াকীমের পরাভব বাবিলের শাসনের সত্তর বছরের সূচনা করে, যা কোরেশের ফরমানের মাধ্যমে শেষ হয়। দানিয়েলের প্রথম অধ্যায় একটি তিন-ধাপের পরীক্ষার প্রক্রিয়া নির্দেশ করে—যা প্রথমে খাদ্যসংক্রান্ত পরীক্ষা, তারপর দৃশ্যগত পরীক্ষা, এবং শেষ পর্যন্ত একটি লিটমাস পরীক্ষায় উপনীত হয়। এই তিনটি পরীক্ষা ১১ আগস্ট, ১৮৪০-কে নির্দেশ করে—যখন শক্তিশালী সেই স্বর্গদূত, যিনি স্বয়ং যীশু খ্রিষ্ট ছিলেন, একটি ছোট পুস্তিকা নিয়ে স্বর্গ থেকে নেমে এলেন, যা তখন ঈশ্বরের লোকদের "খেতে" ছিল; যেমন দানিয়েল ও তিন বিশ্বস্ত বাবিলের খাদ্যের বদলে ডালজাত খাদ্যের আহার বেছে নিয়েছিলেন।

ওই প্রক্রিয়ার দ্বিতীয় পরীক্ষা ছিল প্রোটেস্ট্যান্ট চার্চগুলোর মিলারের বার্তা (প্রথম স্বর্গদূতের বার্তা) প্রত্যাখ্যানের বহিঃপ্রকাশ; তখন মিলারাইট আন্দোলন এবং সেই প্রোটেস্ট্যান্ট চার্চগুলোর মধ্যে একটি স্পষ্ট পার্থক্য দেখা গিয়েছিল, যারা তখন ধর্মচ্যুত প্রোটেস্ট্যান্টবাদ হিসেবে তাদের ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ভূমিকা শুরু করেছিল। ওই দুই শ্রেণির মধ্যে পার্থক্যটি ততটাই লক্ষণীয় ছিল, যেমন দানিয়েল ও তিনজন বিশ্বস্তের দেহে বাবিলীয় খাদ্যের বদলে স্বর্গীয় আহার গ্রহণ করার ফলে আরও উজ্জ্বল ও পুষ্ট দেখাত। এই পার্থক্যটি ১৮৪৩ সালের বাইবেলীয় বছরের শেষে (১৯ এপ্রিল, ১৮৪৪) চিহ্নিত হয়েছিল, যখন দশ কুমারীর উপমার বিলম্বের সময় এসে পৌঁছায়।

তৃতীয় পরীক্ষা, যা ছিল লিটমাস পরীক্ষা, প্রতিনিধিত্ব করেছিল ২২ অক্টোবর, ১৮৪৪-কে, যখন তিন বছর পরে 'সময়' এসে পৌঁছল এবং নেবূখদ্নেজর স্বয়ং দানিয়েল ও তিনজন যোগ্য ব্যক্তিকে বাবিলের জ্ঞানীদের চেয়ে 'দশ গুণ' উত্তম বলে পরীক্ষা করে ঘোষণা করেছিলেন। দানিয়েল গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়কে প্রথম অধ্যায়ের উপর স্থাপন করলে মিলারাইট ইতিহাসের মাইলফলকগুলো প্রকাশ পায়—১৭৯৮ সালে 'শেষ সময়' দিয়ে শুরু করে; ১১ আগস্ট, ১৮৪০-এ প্রথম স্বর্গদূতের বার্তার শক্তিবৃদ্ধি; ১৯ এপ্রিল, ১৮৪৪-এর প্রথম হতাশা; এবং ২২ অক্টোবর, ১৮৪৪-এর মহা হতাশা।

মিলারাইট ইতিহাসের নির্দিষ্ট পথচিহ্নগুলো চিহ্নিত করার বাইরে, দুটি অধ্যায়কে যখন "লাইন পর লাইন" একত্রে বিবেচনা করা হয়, তখন সেগুলো প্রথম স্বর্গদূতের বার্তা চিত্রিত করে, তেইশশো দিনের ভিত্তিমূলক মতবাদের বিষয়ে যে দুটি বিনাশী শক্তি, সেগুলোকেও চিহ্নিত করে, এবং দানিয়েল বারো অধ্যায়ের তিন-ধাপের পরীক্ষামূলক প্রক্রিয়াটিও উপস্থাপন করে, যা দানিয়েলের বই উন্মোচিত হলে সর্বদা ঘটে।

তারা এটাও চিহ্নিত করেন যে ১৭৯৮ সালে জ্ঞানীদের প্রতীক হিসেবে নেবূকদ্নেজর, চতুর্থ অধ্যায়ে বর্ণিত তাঁর দ্বিতীয় স্বপ্নের সঙ্গে মিলিয়ে, উইলিয়াম মিলারকে প্রতিনিধিত্ব করেন, যার আন্দোলনটি সত্য প্রোটেস্ট্যান্ট শিঙ হয়ে উঠতে ছিল। উইলিয়াম মিলারের কাজ, যা অ্যাডভেন্টবাদের মৌলিক সত্যগুলোকে প্রতিনিধিত্ব করে, তা হবক্কূকের দুটি ফলকে উপস্থাপিত হয়েছে, এবং ওই দুটি পবিত্র ফলকের প্রস্তুতিতে ঈশ্বরই দিকনির্দেশ করেছিলেন।

মিলার কয়েকটি ভবিষ্যদ্বাণীমূলক সত্য সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারেননি, কারণ ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ইতিহাস সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিকোণ তাঁকে বুঝতে বাধা দিয়েছিল যে

উজাড়কারী শক্তি তিনটি—শুধু পৌত্তলিকতা (ড্রাগন) ও পোপতন্ত্র (পশু) নয়, বরং ধর্মত্যাগী প্রোটেস্ট্যান্টবাদও (মিথ্যা নবী)। ঈশ্বরের বিধানে, ইতিহাসে তাঁর দৃষ্টিকোণ দ্বারা সীমাবদ্ধ মিলারের সেই ভবিষ্যদ্বাণীমূলক উপলব্ধিগুলো হবক্কূকের দুটি পবিত্র ফলকে উপস্থাপিত হয়নি।

দানিয়েল পুস্তকের চতুর্থ অধ্যায়ে বর্ণিত নবেূখদ্নিজেরের দ্বিতীয় স্বপ্নটি উইলিয়াম মিলারের দ্বিতীয় স্বপ্নকে প্রতিনিধিত্ব করে। উভয় স্বপ্নই 'সাত কাল' নিয়ে কথা বলে, এবং মিলারের স্বপ্নটি তাঁর কাজের প্রতি যে প্রত্যাখ্যান ১৮৬৩ সালে শুরু হয়, তা চিহ্নিত করে এবং সেটি 'মধ্যরাত্রির আহ্বান' পর্যন্ত ক্রমশ তীব্রতর হয়। উভয় স্বপ্নই বিচ্ছুরণের এক সময়কাল পর একটি রাজ্যের পুনঃস্থাপনের মাধ্যমে সমাপ্ত হয়। এই কারণে, ১৭৯৮ সালে যার মোহর খোলা হয়েছিল সেই উলাই নদীর দর্শনটি সিরাসরি বিবেচনা করার আগে আমরা মিলারের দ্বিতীয় স্বপ্নটি বিবেচনা করব।

> আমি স্বপ্ন দেখলাম যে ঈশ্বর, অদৃশ্য এক হাতের দ্বারা, আমাকে বিচিত্র কারুকার্যে নির্মিত একটি ছোট সিন্দুক পাঠালেন—প্রায় দশ ইঞ্চি লম্বা এবং ছয় ইঞ্চি বর্গাকার—যা ইবোনি কাঠ ও মুক্তায় নিপুণভাবে খচিত ছিল। সিন্দুকটির সঙ্গে একটি চাবি লাগানো ছিল। আমি সঙ্গে সঙ্গেই চাবিটি নিয়ে সিন্দুকটি খুললাম; তখন আমার বিস্ময় ও আশ্চর্যের সীমা রইল না, দেখলাম সেটি নানা রকম ও আকারের রত্ন, হীরা, মূল্যবান পাথর, এবং নানাবিধ মাপ ও মূল্যের সোনা-রুপোর মুদ্রায় পরিপূর্ণ; সেগুলো সিন্দুকের নিজ নিজ স্থানে সুন্দরভাবে সাজানো ছিল; আর এভাবে সাজানো অবস্থায় তারা এমন আলো ও জ্যোতি প্রতিফলিত করছিল, যার তুলনা কেবল সূর্যের সঙ্গে চলে।
>
> এর দ্যুতি, সৌন্দর্য এবং অন্তর্গত বিষয়বস্তুর মূল্য দেখে আমার হৃদয় উল্লাসে ভরে উঠেছিল বটে, তবু এই বিস্ময়কর দৃশ্য একা উপভোগ করা আমার কর্তব্য নয় বলে আমি মনে করেছিলাম। তাই আমি সেটি আমার ঘরের সেন্টার টেবিলে রেখে খবর ছড়িয়ে দিলাম যে যার ইচ্ছে সে এসে এই জীবনে মানুষের দেখা সবচেয়ে মহিমান্বিত ও দীপ্তিময় দৃশ্যটি দেখে যেতে পারে।
>
> লোকেরা আসতে শুরু করল, প্রথমে অল্পসংখ্যক, কিন্তু ক্রমে তা ভিড়ে পরিণত হলো। যখন তারা প্রথম রত্নপেটিকার ভেতের তাকাল, তারা বিস্মিত হতো এবং আনন্দে উল্লাসধ্বনি তুলত। কিন্তু দর্শক বাড়তে থাকলে, সবাই রত্নগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া শুরু করত, রত্নপেটিকা থেকে বের করে টেবিলের ওপর ছড়িয়ে দিত। আমি ভাবতে লাগলাম, মালিক আবার আমার কাছে রত্নপেটিকা ও রত্নগুলো চাইবেন; আর যদি আমি সেগুলোকে ছড়িয়ে যেতে দিই, তবে আগের মতো আর কখনোই রত্নপেটিকার ভিতরে তাদের নিজ নিজ স্থানে বসাতে পারব না; এবং মনে হলো, ওই বিপুল জনতাকে আমি কোনোদিনও দিতে পারব না। তখন আমি লোকজনকে অনুরোধ করতে লাগলাম, যেন তারা সেগুলোতে হাত না দেয়, কিংবা রত্নপেটিকা থেকে বের না করে; কিন্তু আমি যত বেশি অনুরোধ করলাম, তারা ততই সেগুলো ছড়িয়ে দিল; এবং এখন মনে হলো, তারা সেগুলো ঘরের সর্বত্র, মেঝেতে এবং ঘরের প্রতিটি আসবাবপত্রের ওপর ছড়িয়ে দিচ্ছে।
>
> আমি তখন দেখলাম, আসল রত্ন ও মুদ্রার মাঝে তারা অগণিত নকল রত্ন ও জাল মুদ্রা ছড়িয়ে দিয়েছে। তাদের নীচ আচরণ ও অকৃতজ্ঞতায় আমি ভীষণ ক্রুদ্ধ হলাম এবং সে জন্য তাদের তিরস্কার ও ভর্ৎসনা করলাম; কিন্তু আমি যতই তিরস্কার করলাম, তারা ততই আসলগুলোর মধ্যে নকল রত্ন ও জাল মুদ্রা ছড়াতে লাগল।

> আমি তখন আমার দেহাত্মায় ক্ষুব্ধ হলাম এবং তাদের ঘর থেকে ঠেলে বের করতে শারীরিক বল প্রয়োগ করতে শুরু করলাম; কিন্তু আমি যখন একটিকে বের করছিলাম, তখনই আরও তিনটি ঢুকে পড়ত এবং ময়লা, কাঠের কুচি, বালি, আর নানারকম জঞ্জাল এনে দিত, যতক্ষণ না তারা প্রকৃত রত্ন, হীরা ও মুদ্রাগুলোর প্রতিটিকে ঢেকে দিত—সবই চোখের আড়ালে চলে যেত। তারা আমার গহনার বাক্সটিকেও টুকরো টুকরো করে জঞ্জালের মধ্যে ছড়িয়ে দিল। আমি ভাবলাম, আমার দুঃখ বা ক্রোধকে কেউই গুরুত্ব দেয় না। আমি সম্পূর্ণ নিরুৎসাহিত ও হতাশ হয়ে পড়লাম, বসে পড়ে কাঁদলাম।
>
> এভাবে আমি আমার মহা ক্ষতি ও জবাবদিহিতার জন্য কাঁদছিলাম ও শোক করছিলাম, তখন আমি ঈশ্বরকে স্মরণ করলাম এবং আন্তরিকভাবে প্রার্থনা করলাম, তিনি যেন আমাকে সাহায্য পাঠান। সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে গেল, এবং এক ব্যক্তি ঘরে প্রবেশ করল; তখন ঘরের লোকেরা সবাই সেখান থেকে বেরিয়ে গেল। তার হাতে ধুলো-ময়লা ঝাড়ার ব্রাশ ছিল; সে জানালাগুলো খুলে ঘরের ময়লা ও আবর্জনা ঝাড়তে শুরু করল।
>
> আমি তাকে বিরত থাকতে চিৎকার করে বললাম, কারণ আবর্জনার মধ্যে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল কিছু মূল্যবান রত্ন।
>
> সে আমাকে বলেছিল, 'ভয় পেও না', কারণ সে 'তাদের দেখাশোনা করবে'।
>
> তখন, সে ধুলো আর আবর্জনা, নকল রত্ন ও জাল মুদ্রা ঝাড়তে ঝাড়তে, সেগুলো সব মেঘের মতো উঠে জানালা দিয়ে বাইরে চলে গেল, আর বাতাস সেগুলো উড়িয়ে নিয়ে গেল। হুড়োহুড়িতে আমি এক মুহূর্তের জন্য চোখ বুজলাম; আবার খুলতেই দেখলাম, আবর্জনা সব গায়েব। মূল্যবান রত্ন, হীরা, সোনা আর রূপোর মুদ্রা সারা ঘরে প্রাচুর্যে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে ছিল।
>
> তারপর তিনি টেবিলের ওপর একটি সিন্দুক রাখলেন, যা আগেরটির চেয়ে অনেক বড় এবং আরও সুন্দর, এবং মুঠোভরে রত্ন, হীরা, মুদ্রা তুলে সেগুলো সিন্দুকে ঢেলে দিলেন, একটিও বাকি না থাকা পর্যন্ত, যদিও কিছু হীরা পিনের ডগার চেয়েও বড় ছিল না।
>
> তারপর তিনি আমাকে বললেন, 'এসো এবং দেখো'।
>
> আমি পেটিকার ভেতরে তাকালাম, কিন্তু দৃশ্য দেখে আমার চোখ ধাঁধিয়ে গেল। ওগুলো তাদের আগের মহিমার দশগুণ জ্যোতিতে দীপ্যমান ছিল। আমি ভেবেছিলাম, যারা সেগুলোকে ধুলোয় ছড়িয়ে পায়ে মাড়িয়ে দিয়েছিল, সেই দুষ্ট লোকদের পায়ে বালিতে ঘষা খেয়ে ওগুলো ক্ষয় হয়ে গেছে। ওগুলো পেটিকার মধ্যে চমৎকার শৃঙ্খলায় সাজানো ছিল, প্রত্যেকটি নিজ নিজ স্থানে, যিনি সেগুলো ভেতরে ছুড়ে দিয়েছিলেন, তাঁর কোনো দৃশ্যমান পরিশ্রম ছাড়াই। আমি অত্যন্ত আনন্দে চিৎকার করে উঠলাম, আর সেই চিৎকারেই আমার ঘুম ভেঙে গেল। প্রারম্ভিক রচনাবলী, ৮১-৮৩।

আমরা পরবর্তী নিবন্ধে মিলারের স্বপ্ন নিয়ে আলোচনা করব।

নিম্নলিখিতটি উইলিয়াম মিলারের দ্বিতীয় স্বপ্নের ভূমিকা, যা জেমস হোয়াইট অ্যাডভেন্ট হেরোল্ডে মিলারের স্বপ্ন প্রকাশ করার সময় লিখেছিলেন।

> নিম্নলিখিত স্বপ্নটি অ্যাডভেন্ট হেরোল্ডে দুই বছরেরও বেশি আগে প্রকাশিত হয়েছিল। তখন আমি দেখলাম যে এটি দ্বিতীয় আগমন সম্পর্কে আমাদের অতীত অভিজ্ঞতাকে স্পষ্টভাবে নির্দেশ করেছে, এবং যে ঈশ্বর এই স্বপ্নটি বিচ্ছিন্ন পালের উপকারের জন্য দিয়েছিলেন।

প্রভুর মহান ও ভয়ংকর দিনের আসন্ন আগমনের লক্ষণগুলোর মধ্যে ঈশ্বর স্বপ্নকে স্থান দিয়েছেন। দেখুন যোয়েল ২:২৮–৩১; প্রেরিতদের কার্য ২:১৭–২০। স্বপ্ন তিনভাবে আসতে পারে; প্রথমত, 'অতিরিক্ত ব্যস্ততার কারণে।' দেখুন উপদেশক ৫:৩। দ্বিতীয়ত, যারা শয়তানের অপবিত্র আত্মা ও প্রতারণার অধীন, তারা তার প্রভাবে স্বপ্ন পেতে পারে। দেখুন ব্যবস্থাবিবরণী ৮:১–৫; যিরমিয় ২৩:২৫–২৮; ২৭:৯; ২৯:৮; জাখারিয়া ১০:২; যিহূদা ৮। আর তৃতীয়ত, ঈশ্বর স্বপ্নের মাধ্যমে, যা স্বর্গদূতদের ও পবিত্র আত্মার মধ্যস্থতায় আসে, সর্বদা তাঁর লোকদের কমবেশি শিক্ষা দিয়েছেন এবং এখনও দেন। যারা সত্যের স্বচ্ছ আলোতে স্থির থাকে, ঈশ্বর কখন তাদের একটি স্বপ্ন দেন তারা তা জানতে পারবে; এবং এমন লোকেরা মিথ্যা স্বপ্নে প্রতারিত হয়ে বিপথে চালিত হবে না।

'তিনি বললেন, এখন আমার কথা শোন; তোমাদের মধ্যে যদি কোনো নবী থাকে, তবে আমি, সদাপ্রভু, একটি দর্শনে তাঁর কাছে নিজেকে প্রকাশ করব, এবং স্বপ্নে তাঁর সঙ্গে কথা বলব।' গণনাপুস্তক ১২:৬। যাকোব বললেন, 'সদাপ্রভুর দূত স্বপ্নে আমার সঙ্গে কথা বললেন।' উৎপত্তি ৩১:২। 'এবং ঈশ্বর রাত্রে স্বপ্নে সিরীয় লাবানের কাছে এলেন।' উৎপত্তি ৩১:২৪। যোসেফের স্বপ্নগুলো পড়ুন [উৎপত্তি ৩৭:৫–৯], এবং তারপর মিশরে সেগুলোর পূরণের আকর্ষণীয় কাহিনিটিও পড়ুন। 'গিবিয়োনে সদাপ্রভু রাত্রে স্বপ্নে সলোমনের কাছে প্রকাশিত হলেন।' ১ রাজাবলি ৩:৫। দানিয়েলের দ্বিতীয় অধ্যায়ের সেই মহৎ ও গুরুত্বপূর্ণ প্রতিমার দর্শনটি স্বপ্নে প্রকাশিত হয়েছিল; তেমনি সপ্তম অধ্যায়ের চারটি জন্তুর দর্শনও স্বপ্নে দেওয়া হয়েছিল। যখন হেরোদ শিশু ত্রাণকর্তাকে ধ্বংস করতে চাইল, তখন যোসেফকে স্বপ্নে মিশরে পালাতে সতর্ক করা হয়েছিল। মথি ২:১৩।

'এবং শেষ দিনে এটা ঘটবে, ঈশ্বর বলেন, আমি সকল মানুষের উপর আমার আত্মা ঢেলে দেব: এবং তোমাদের পুত্র ও কন্যারা ভবিষ্যদ্বাণী করবে, তোমাদের যুবকেরা দর্শন দেখবে, আর তোমাদের বৃদ্ধেরা স্বপ্ন দেখবে।' প্রেরিতদের কাজ ২:১৭।

স্বপ্ন ও দর্শনের মাধ্যমে যে ভবিষ্যদ্বাণীর দান, তা এখানে পবিত্র আত্মার ফল; এবং অন্তিম দিনগুলোতে তা এমন মাত্রায় প্রকাশিত হবে যে একটি নিদর্শন হিসেবে গণ্য হবে। এটি সুসমাচারের গির্জার দানগুলোর একটি।

'আর তিনি কিছুজনকে প্রেরিত, কিছুজনকে নবী, কিছুজনকে সুসমাচার প্রচারক, আর কিছুজনকে পালক ও শিক্ষক হিসেবে দিয়েছেন; পবিত্রদের পরিপূর্ণতার জন্য, সেবাকার্যের জন্য, খ্রিস্টের দেহের উন্নতির জন্য।' ইফিষীয়দের ৪:১১-১২।

'আর ঈশ্বর মণ্ডলীতে কতককে স্থাপন করেছেন—প্রথমে প্রেরিতগণ, তারপর নবীগণ,' ইত্যাদি। 1 করিন্থীয় 12:28। 'ভাববাণীসমূহকে তুচ্ছ জ্ঞান করো না।' 1 থেসালনীকীয় 5:20। আরও দেখুন: প্রেরিতদের কাজ 13:1; 21:9; রোমীয় 7:6; 1 করিন্থীয় 14:1, 24, 39। নবী বা ভাববাণী খ্রিস্টের মণ্ডলীর উন্নতির জন্য; এবং ঈশ্বরের বাক্যে এমন কোনো প্রমাণ নেই যে সুসমাচারক, পালক ও শিক্ষকদের কাজ থামার আগে এগুলোর থেমে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু আপত্তিকারী বলে, 'এত বেশি ভ্রান্ত দর্শন ও স্বপ্ন হয়েছে যে এ ধরনের কোনো কিছুর উপর আমি ভরসা রাখতে পারি না।' এটা সত্য যে শয়তানেরও নকল আছে। তার সব সময়ই মিথ্যা নবী ছিল, এবং অবশ্যই, প্রতারণা ও বিজয়ের এই তার শেষ সময়ে আমরা তাদের আশা করতে পারি। যারা নকল আছে বলে এমন বিশেষ প্রকাশকে প্রত্যাখ্যান করেন, তারা সমান যুক্তিতে আরও একটু এগিয়ে গিয়ে অস্বীকার করতে পারেন যে ঈশ্বর কখনো স্বপ্ন বা দর্শনে নিজেকে মানুষের কাছে প্রকাশ করেছেন, কারণ নকল তো সব সময়ই ছিল।

স্বপ্ন ও দর্শন সেই মাধ্যম, যার মাধ্যমে ঈশ্বর নিজেকে মানুষের কাছে প্রকাশ করেছেন। এই মাধ্যমের দ্বারাই তিনি নবীদের সঙ্গে কথা বলেছিলেন; সুসমাচারের গির্জার দানসমূহের মধ্যে তিনি ভবিষ্যদ্বাণীর দানকে স্থাপন করেছেন, এবং ‘শেষ দিনগুলোর’ অন্যান্য লক্ষণগুলোর সঙ্গে স্বপ্ন ও দর্শনকেও একত্রে গণ্য করেছেন। আমেন।

"উপরোক্ত মন্তব্যগুলিতে আমার উদ্দেশ্য ছিল শাস্ত্রসম্মতভাবে আপত্তিগুলি দূর করা এবং পরবর্তী আলোচনার জন্য পাঠকের মন প্রস্তুত করা।" জেমস হোয়াইট।